তারিখ ..13.DEC..2015.. ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

সমকাল

নির্যাতনের পর হ্যাপি (বাঁয়ে), বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রে ছবি সিএনএন

'আমি স্কুলে যেতে চাই'

■ সমকাল ডেস্ক

নতুন পরিবেশে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে মাহফুজা আক্তার হ্যাপি। সে এখন স্কুলে যেতে চায়, লেখাপড়া করতে চায়। বড় হয়ে অভিনেত্রী হওয়ার শখ তার। অথচ ক'দিন আগেও ১১ বছরের এ শিশু বিভীষিকাময় সময় পার করেছে ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেনের বাসায়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল সিএনএনের সঙ্গে একটি আশ্রয়কেন্দ্রে কথা হয় হ্যাপির। সেখানেই নতুন জীবনের স্বপ্নের কথা শুনিয়েছে সে। দুঃসহ স্মৃতি ভুলে এখন নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখার সাহস ফিরে এসেছে তার। বড় হয়ে কী হতে চাও– এমন প্রশ্নে একগাল হেসে হ্যাপি বলে, 'আমি স্কুলে যেতে চাই, কলেজে যেতে চাই। তার পর অভিনেত্রী হতে চাই।'

ক্রিকেটার শাহাদাতের বাসায় হ্যাপিকে তার দাদি গৃহকর্মীর কাজে পাঠিয়েছিলেন। মা-বাবার খোঁজ না-জানা হ্যাপি ভেবেছিল, তার আয়ে গ্রামে উপার্জনহীন দাদির সংসারটি খেয়ে-পরে থাকতে পারবে। অথচ শাহাদাত ও তার স্ত্রীর অমানুষিক নির্যাতনে ক'দিনেই স্বপ্ন মুছে যায় হ্যাপির। একদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পায় সে। শরীরে নিষ্ঠুর নির্যাতনের চিহ্ন নিয়েও হ্যাপি এখন ভালো আছে। আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকা শাহাদাতের ঠাঁই হয়েছে কারাগারে। তার স্ত্রী রয়েছেন জামিনে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ) পরিচালিত একটি আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে হ্যাপি। সেখানে নতুন অনেক বন্ধু পেয়েছে সে। তাদের সঙ্গে খেলছে, পড়ছে। দাদির ওপর কোনো ক্ষোভ নেই জানিয়ে হ্যাপি বলে, 'কেউ আমাকে জোর করে ওই বাসায় পাঠায়নি। আমি জানতাম, আমার পরিবারের টাকার দরকার। এ জন্য আমি কাজে যেতে রাজি হয়েছিলাম।'